International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

বাংলা রঙ্গমঞ্চের দেড়শ বছর

শুভনীল জোয়ারদার

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

সারসংক্ষেপ:

আদিমকাল থেকে মানুষ তার কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ করার অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পশু শিকার - কৃষিকাজ - নৃত্য - গীত - লিখন - পূজার্চনা - জীবনশৈলি - পরিবার ও রাষ্ট্র কলহ প্রভৃতি নানাবিষয়ে এর প্রকাশ যে আদিমকাল থেকেই হয়ে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই গুহাচিত্র , প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, স্থাপত্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এখানেই সীমাবদ্ধ না থেকে সচেষ্ট হয় অভিনয়ের মাধ্যমে তার সকল কর্মকাণ্ডকে কি ভাবে সকলের সামনে মেলে ধরা যায়। এরই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় নাট্যসাহিত্য তথা নাটক। আর এই নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন হয় নাট্যমঞ্চ তথা রঙ্গমঞ্চের। তাই এই সীমিত প্রতিবেদনে বিগত দেড়শ বছরের (১৮৭২- ২০২২) বাংলা রঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচন করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

সূচক শব্দ: আদিমকাল,কর্মকাণ্ড, রঙ্গমঞ্চ, নাট্যশালা, নাটক, থিয়েটার, মঞ্চ, সদন, নেশনাল,ব্রিটিশ ।

ভূমিকা: অনুকরণপ্রিয়তা থেকে আদিম যুগেও মানুষ নৃত্য - গীতের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করত। কিথ (Keith) রচিত ' সংস্কৃত নাটক ' (Sanskrit Drama) গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নৃত্য থেকে ভারতীয় নাটকের জন্ম (১)। নৃত্য - গীত - অঙ্গভঙ্গি - কথোপকথন প্রভৃতির মাধ্যমে কোন বিষয়কে সাহিত্যে রূপদান করাই হল নাটক। যে মঞ্চে নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থাপনা করা হয়, তাকে বলে রঙ্গমঞ্চ। বৈদ্যনাথ শীল রচিত ' বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা ' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ভূমিকাতে মন্তব্য করেছেন যে , নাটক সাহিত্য হলেও এর সাথে দর্শকদের রুচি - চাহিদা, অভিনয় কৌশল ও রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপনা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত (২)।

খ্রী: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিকরা প্রথম যে নাট্য অভিনয় শুরু করেছিল, সেটা খ্রী: পূ : পঞ্চম শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতীয় নাটক বলতে সংস্কৃত নাটক কে বোঝাত, যা খ্রী: পূ: পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খ্রী: প্রথম শতাব্দীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতে আপাত শান্তি বিরাজকালীন খ্রী: প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রী: দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় নাটকের বিকাশ ছিল উল্লেখযোগ্য। খ্রী:পূ: তৃতীয় শতাব্দী প্রাচীন ' সীতাবেঙ্গা ' গুহা ' ও খ্রী:পূ: দ্বিতীয় শতাব্দী প্রাচীন ' খন্ডগিরি ' গুহা থেকে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশালার স্থাপত্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় (৩)। কিন্তু খ্রী: দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইসলামিক ভারত জয়ের সময়কালে এই ভারতীয় নাটকের ধারা সাময়িক ভাবে বিনষ্ট

হয়। এরপর অবশ্য ধীরে ধীরে খ্রী: পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে পুনরায় নাটকের প্রচলন শুর হয়। এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৫৮) থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল শুরু হলে ভারতে আধুনিক নাটকের প্রচলন হতে থাকে।

সখের নাট্যশালা: বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস অবশ্য আর একটু প্রাচীন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতার আধুনিকীকরণের সাথে সাথে এখানকার বসবাসকারী স্বল্পসংখ্যক প্রবাসী নিজেদের বিনোদনের জন্য যে সমস্ত থিয়েটার হল বা রঙ্গমঞ্চ তৈরি করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - নিলামকারী জর্জ উইলিয়ামসন কর্তৃক ১৭৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ' ক্যালকাটা থিয়েটার ' , রুশ মনীষী গেরাসিম লেবেদফ কর্তৃক ১৭৯৫ সালে নির্মিত প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চ 'বেঙ্গলি থিয়েটার' , ' চৌরঙ্গী থিয়েটার ' , যা জনপ্রতি ১০০ টাকা শেয়ার দানের মাধ্যমে কিছু মানুষের উদ্যোগে ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন বিশিষ্ট বাঙালি সুধীজন যেমন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব ও আরও অনেকে উপরিউক্ত রঙ্গমঞ্চের সাথে জড়িত থাকার সুবাদে বাঙালির নিজস্ব নাট্য অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ অনুভূত হয়। যার ফলশ্রুতিতে তৈরি হয় প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ' হিন্দু থিয়েটার ' (১৮৩১), ' নবীন বসুর নাট্যশালা' (১৮৩৫), দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ' সুসি থিয়েটার ' (১৮৩৯), ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ' (১৮৫৩), ' জোড়াসাঁকো নাট্যশালা -১' (১৮৫৪), ' আশুতোষ দেবের নাট্যশালা' (১৮৫৭), কালীপ্রসন্ন সিংহের ' বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৭), ' বেলগাছিয়া নাট্যশালা ' (১৮৫৮), ' মেট্রোপলিটন থিয়েটার ' (১৮৫৯), ' পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি (ঢাকা,১৮৬৫), প্রভৃতি।

সাধারণ রঙ্গালয় : পরবর্তী সময়ে দর্শকের চাহিদা মত সর্বসাধারণের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। যার প্রথম আলো প্রতিফলিত হল ' ন্যাশনাল থিয়েটার '(১৮৭২) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (৪)।এখান থেকেই শুরু হবে রঙ্গমঞ্চের দেড়শ বছরের পথচলা।

ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২) :

প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয় ৭.১২.১৮৭২ তারিখে দীনবন্ধু মিত্র রচিত ' নীল দর্পণ ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এর পর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে ' জামাই বারিক ' , ' সধবার একাদশী 'নবীন তাপস্বিনী ' প্রভৃতি। এই রঙ্গমঞ্চেই প্রথম প্রম্পটার চালু করা হয়। সেই সময় টিকিটের মূল্য ছিল যথাক্রমে প্রথম শ্রেণী চেয়ার ২টাকা,দ্বিতীয় শ্রেণীর বেঞ্চ ১টাকা আর মাটিতে ৮ আনা। আভ্যন্তরীণ কলহের জেরে এই রঙ্গমঞ্চ দুই ভাগে ভেঙ্গে নামকরণ হয় ' নতুন ন্যাশনাল থিয়েটার ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ' । গিরিশ ঘোষের নেতৃত্বাধীন প্রথম থিয়েটার পেল মূল থিয়েটারের মঞ্চ সরঞ্জাম ও সিনসিনারি আর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় থিয়েটার পেল মূল থিয়েটারের পোষাক পরিচ্ছদ। উভয় থিয়েটার অবিভক্ত বাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সমকালীন সংবাদ মাধ্যম সুলভ সমাচার, অমৃত বাজার পত্রিকা, দি ইন্ডিয়ান মিরর, দি ইংলিশম্যান প্রভৃতিতে অবিভক্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত নাটক সম্পর্কে পর্যালোচনা হত। বলতে দ্বিধা নেই, ন্যাশনাল থিয়েটার সেই আমলে শৌখিন থিয়েটার এবং পেশাদারী ও ব্যাবসায়িক থিয়েটারের সন্ধিক্ষণে এক গুরু দায়িত্ব পালন করেছিল।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৩): এই মঞ্চ, বাংলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে, সে কথায় পরে আসছি। ৩১.১২.১৮৭৩ সালে কাম্যকানন ' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এখানে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল ' হিরকচুর্ণ ' (এটি অভিনয়ের সময় মঞ্চে একটি রেলকামরা প্রদর্শিত হয়েছিল), ' সুরেন্দ্র বিনোদিনী ' , ' প্রকৃত বন্ধু ' , বিদ্যাসুন্দর ' , ' গজদানন্দ ও যুবরাজ ' প্রভৃতি। শেষটি হল প্রহসনমূলক নাটক, যার বিষয়বস্তু অন্তর্নিহিত আছে উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পুরনারীদের সাথে ব্রিটিশ যুবরাজের সাক্ষাৎকার ঘিরে সামাজিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। এটির প্রথম অভিনয় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও পুলিশি হস্তক্ষেপে দ্বিতীয়বারের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের এই আচরণের বিরুদ্ধে আর একটা প্রহসন নাটক ' শুকর ও ভেড়ার পুলিশ ' অনুষ্ঠিত হলে সেটিকেও পুলিশ বন্ধ করে দেয়। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের এইরূপ ভূমিকা গ্রহনে ভীত হয়ে বড়লাট নর্থব্রুক ২৯.২.১৮৭৬ অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার বিরোধী যে কোন নাটক বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতার কথা বলে। সেই অনুসারে ১৬.১২.১৮৭৬ ব্রিটিশ সরকার বাংলা নাটক ও অভিনয়ের কণ্ঠরোধ করার লক্ষ্যে ' অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ' (Dramatic Performance Control Act 1876) চালু করে। এর পর এই থিয়েটারের মালিক ব্রিটিশদের সাথে বিভিন্ন মামলা- মোকদ্দমা জনিত কারণে আর্থিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ এই থিয়েটার কিনে দেখভালের দায়িত্ব নেন ।

বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩) :তৎকালীন ' মধ্যস্থ ' পত্রিকার ২২.২.১৮৭৩ তারিখের একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে আশুতোষ দেব (সাতু বাবু) এর দৌহিত্র শরৎ চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ১৮ জন ব্যাক্তির জনপ্রতি ১০০০ টাকার অংশীদারিত্বে বিডন স্ট্রীটে এটি গড়ে ওঠে। এখানে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল - ' মোহন্তের এই কি কাজ ', ' রত্নাবলী ', কৃষ্ণকুমারী ' 'যেমন কর্ম তেমন ফল' ,'আলিবাবা' ,' কপাল- কুণ্ডলা' ' দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ ' প্রমুখ। ২১.৪.১৯০১ ' নীহার ও দাওয়াই ' নাটক অভিনয়ের সাথেই এই রঙ্গমঞ্চের ইতি ঘটে ।

স্টার থিয়েটার (১৮৮৩) : গুর্মুখ রায়ের অর্থানুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চের সাথে যুক্ত ছিলেন গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, বিনোদিনীর মত নাট্যব্যক্তিত্ব। ২১.৭.১৮৮৩ দক্ষযজ্ঞ ' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এখানে চৈতন্যলীলা ' নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর অসামান্য অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আশীর্বাদ করেন। ৩১.৭.১৮৮৭, এখানে শেষ অভিনয় হয়।

এমারেল্ড থিয়েটার (১৮৮৭) : গোপাল লাল শীল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চে উন্নতমানের দৃশ্যপট, পোষাক, ডায়নামোর সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুতের আলো ব্যবহৃত হত। গিরিশ ঘোষ, ক্ষিরোধপ্রসাদ বিদ্যাবিনোধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত নাট্যকারের নাটক এখানে অভিনীত হত অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি, মহেন্দ্র বসু, ক্ষেত্রমনি,সুকুমারী প্রমুখ শিল্পীদের দ্বারা।

নিউ স্টার থিয়েটার (১৮৮৮) : ভেঙে যাওয়া স্টার থিয়েটারের নাট্য কর্মীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চের

উদ্বোধন হয় ২৫.৫.১৮৮৮ নসীরাম ' নাটকের অভিনয় দিয়ে। গিরিশ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ নাট্যকারের বিভিন্ন নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে দানীবাবু, শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় , রবি ঘোষ, অনুপকুমার, কাদম্বিনী, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, সরযুবালা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় দের মত বিখ্যাত কলাকুশলীর দ্বারা। দুঃখের বিষয়, ১৬.১০.১৯৯১ এই থিয়েটার আগুনে পুড়ে যায়।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চ (১৮৯১) : এটি মূলত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল নামেই পরিচিত।১৫.৮.১৮৯১ , সংস্কৃত কলেজে বঙ্কিম চন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস ব্যানার্জী, H.Lee (কলকাতাকরপোরেশনের চেয়ারম্যান) ও ছাত্র প্রতিনিধিদের উপস্থিতে ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে একটি সোসাইটি গঠনের কথা বলা হয় যা পরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে সেমিনার , সম্মেলন, বিতর্ক সভা, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ইন্টার কলেজ নাটক ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন এখানে করা হয়। আবার অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বহিরাগত কোন সংস্থাকেও নাটক, সঙ্গীত, সভা প্রভৃতি করার অনুমতি দেয়া হয়।

মিনার্ভা থিয়েটার (১৮৯৩) : ২৮.১.১৮৯৩ , ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয় দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কিন্তু ১৮.১০.১৯২২, এটি অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেলে উপেন্দ্রনাথ মিত্রের তত্ত্বাবধানে এর পুনরায় নবজীবন লাভ হয় এবং৮.৮.১৯২৫, ' আত্মদর্শন ' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে এটির নবরূপে উদ্বোধন ঘটে। ১৯৫৯ থেকে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যব্যাক্তিত্বের আগমনে ও ' নীচের মহল ' , ' অঙ্গার ' , ' ফেরারী ফৌজ ' তিতাস একটি নদীর নাম ' প্রভৃতি নাটকের সফল অভিনয়ের ফলে এই থিয়েটার বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে
নিজের উজ্জ্বল অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও, বর্তমানে এটির প্রায় ভগ্ন অবস্থা।

এবার বিংশ শতকে প্রতিষ্ঠিত কিছু রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে আলোচনা করব।

রঙমহল থিয়েটার (১৯৩১) : রবি রায় ও সতু সেনের উদ্যোগে কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮.৮.১৯৩১, ' শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ' নাটকের অভিনয় দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। শিশির ভাদুড়ী, অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বর উপস্থিতি ও ' বনের পাখি ',' মহানিশা' ,
' দুই পুরুষ ' , ' মায়ামৃগ ' , ' এক পেয়ালা কফি ', ' সাহেব বিবি গোলাম ' এর মত নাটকের অভিনয় এই রঙ্গমঞ্চ কে অন্য মাত্রা দিয়েছিল।এখানেই ' উল্কা ' নাটকের একটানা ৫০০ রজনী অভিনীত হয় এবং প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যবহার এখানেই হয়। ১৯৭৫ থেকে এখানে ক্যাবারে নৃত্য চালু হলে এই রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য নষ্ট হয়, ব্যাবস্থাপনাও দুর্বল হয়ে পড়ে। তবু আজও টিকে আছে।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস (১৯৩৩) : লেডি রানু মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চের নবরূপে ১৯৫০ সালে

বিধান চন্দ্র রায় ও জওহরলাল নেহরুর পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যাথিড্রাল রোডে আত্মপ্রকাশ ঘটে।

a

বিশ্বরুপা (১৯৫৬) : নাট্যনিকেতন(১৯৩২- ১৯৪১) থেকে শ্রীরঙ্গম (১৯৪২) হয়ে বিশ্বরুপা তে পথ চলা শেষ। ' আরোগ্য নিকেতন ' , ' সেতু '(এই নাটকেই তৃপ্তি মিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং তাপস সেনের সৌজন্যে মঞ্চের উপর চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনের আলো জীবন্ত হয়ে ওঠে), রঙ্গিনী ' , ' এক পেয়ালা কফি ' , ' আগন্তুক ' ও ' চৌরঙ্গী ' , এখানে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক। চৌরঙ্গী নাটকে প্রথম ক্যাবারে নৃত্য পরিবেশন করেন মিস শেফালী। এখানকার জনপ্রিয় নাট্যমঞ্চে ১৯৮৪থেকে বার্ষিক নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

মহাজাতি সদন (১৯৫৮) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণের মাধ্যমে ১৯৩৯ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই এটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। ১৯.৮.১৯৫৮ তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে এটির উদ্বোধন হয়, যার আসন সংখ্যা ১৩০০ ও এর চারতলা ভবনের প্রথম তলে স্বাধীনতা আন্দোলনের ' স্থায়ী প্রদর্শনী ', দ্বিতীয় তলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ২০৪ টি সাদাকালো ছবির প্রদর্শনী,তৃতীয় তলে নেতাজীর জীবন সংগ্রাম নিয়ে ৭২ টি সাদাকালো ছবির প্রদর্শনী ও চতুর্থ তলে ১০৪ আসনের একটি সভাকক্ষ আছে। চারটি বার্ষিক অনুষ্ঠান- ২৫ শে বৈশাখ, ২৩ শে জানুয়ারি, ১ লা জুলাই (বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম- মৃত্যু দিন),১৯ শে আগস্ট (সদনের প্রতিষ্ঠা দিবস) পালিত হয়।

রবীন্দ্র সদন (১৯৬১) : রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পালনের অঙ্গ হিসেবে বিধান চন্দ্র রায় পরিকল্পিত রবীন্দ্র- স্মৃতিসৌধ স্থাপনের লক্ষ্যে জওহরলাল নেহেরু ' রবীন্দ্র সরণী ' নামে ১৯৬১ সালের ২৫ শে বৈশাখ এটির উদ্বোধন করেন। পরে এটি রবীন্দ্র সদন নামে অভিহিত হয়। প্রথমে এটি একক মঞ্চ বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ হিসাবে নির্মিতহলেও ১৯৬৭ তে এটি বহু মঞ্চ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নন্দন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালা। আরও উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ হল -রঙ্গনা (১৯৭৪), সারকারিনা (১৯৭৬),যোগেশ মিম অ্যাকাডেমি (১৯৭৭), শিশির মঞ্চ (১৯৭৮), বিজন থিয়েটার(১৯৭৯)(জজ সাহেব ও শ্রীমতী ভয়ঙ্করী নাটক দিয়ে এর যাত্রা শুরু,গিরিশ মঞ্চ (১৯৮৬)(উদ্বোধক: জ্যোতি বসু) প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে অবিভক্ত বাংলার কিছু রঙ্গমঞ্চের নাম উল্লেখ না করলে প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই উল্লেখযোগ্য কিছু রঙ্গমঞ্চের নাম হল - ক্রাউন থিয়েটার (১৮৯০, ঢাকা),ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার (১৮৯৭, ঢাকা), খুলনা থিয়েটার (১৯০৫, খুলনা), করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব(১৯১১, টাঙ্গাইল), অশ্বিনী কুমার টাউন হল (১৯৩০, বরিশাল)প্রভৃতি(৫)।

উপসংহার: সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আধুনিকতার সাথে সাথে সরকার ও বিত্তবান সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ যত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, উন্নত মানের নাট্যকার ও শিল্পীর আবির্ভাব যত বেশি হবে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের পথ চলা উন্নত থেকে উন্নততম হবে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের কাছে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে নাটক দেখার সময়ের বড় অভাব, মন - মানসিকতারও

অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোন তার ফ্রেন্ড - ফিলোসফার - গাইডে পরিণত হয়েছে। অথচ বলতে দ্বিধা নেই, এই নাটক ও রঙ্গমঞ্চের হাত ধরে একদা বাঙালির একপ্রকার নবজাগরণ হয়েছিল, চিন্তা শক্তি ও মননের উন্নতি হচ্ছিল, আজ প্রায় অতীত হয়ে গেছে। যে মহান আদর্শ ও বিনোদনের কথা মাথায় রেখে বাংলা রঙ্গমঞ্চের পথ চলা শুরু হয়েছিল,২০২২ সালে তার দেড়শ বছর পূর্ণ হয়েছে। সংসার রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রতিনিয়ত যে ভাবে অভিনয় করে চলেছি, তারই সঠিক প্রতিফলন যদি বাস্তবের রঙ্গমঞ্চে ঘটে তবে এর পথ চলা আরও দীর্ঘজীবী হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলার রঙ্গমঞ্চ বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত হবে, এটা অবিশ্বাস করার কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

তথ্য সূত্র:

১। A . Berriedale Keith , ' The Sangskrit Drama ' , Oxford University press, 1924.
২। বৈদ্যনাথ শীল, ' বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা ' , কলকাতা, এ. কে.সরকার,১৯৩৪ ।
৩। M . L . Varadapande History of Indian Theatre ' ,1987 , Abhinav Publications, ISBN 978- 81- 70717- 225- 5 .
৪। এই বিষয়ে কিছু বই ও প্রবন্ধ :
(ক) Pranay k . Kundu (1988), Development of Stage and Theatre Music in Bengal ' , Jayasri Banerjee (edited), The Music of Bengal .
(খ) অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রঙ্গমঞ্চ ' , দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী, ১০৫ কটনস্ট্রীট,কলিকাতা।
(গ) পুলিন দাস, ' বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক ' , বিদেশী প্রকাশনী, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি:(ভারত)।
(ঘ) দর্শন চৌধুরী, ' বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস ' , পুস্তক বিপনী, ২৭,বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯

(ঙ)। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়,বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬) ' , বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষদ - মন্দির, কলিকাতা,১৩৪৬(১৯৩৯খ্রি)

(৫)। এই বিষয়ে কিছু বই, প্রবন্ধ ও অন্যান্য উৎস :
(ক) সুরেশ চন্দ্র মৈত্র, ' বাংলা নাটকের বিবর্তন ' , মুক্তধারা ১৯৭১ ।
(খ) নৃপেন সাহা, ' বাংলা থিয়েটারের পূর্বপরা ' , তূন প্রকাশ, ১৯৯৯ ।
(গ) পল্লব মিত্র, ' বাংলার ঐতিহ্য কলকাতার অহংকার ' , পারুল প্রকাশনী, কলকাতা।
(ঘ) Indu Ramchandani(2000), Students' Britannica India , Popular Prakashan.
(ঙ) Swati Mitra (2011), Kolkata: City Guide,Goodearth Publications.
(চ) নাট্যমঞ্চ - বাংলা পিডিয়া: bn. banglapedia.org
(ছ) নাট্যগোষ্ঠী - বাংলা পিডিয়া: bn. banglapedia.org
(জ) থিয়েটার মঞ্চ- বাংলা পিডিয়া:

en. banglapedia.org
(ঝ) ' বাংলাদেশের শতবর্ষী নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন, m.newsg24.com
(ঞ) পুরনো কলকাতার থিয়েটার - হারিয়ে যাওয়া মঞ্চের সন্ধানে: www.banglaworldwide.com